দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..23. MAR.2017.....
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম.....৬.....

ড. রাশিদ আসকারী

যে কোনো মূল্যে প্রশ্ন ফাঁস রোধ করতে হবে

প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি পাবলিক পরীক্ষার জন্যে সবচাইতে বড়ো দুর্ঘটনা। এটি অমেধাবীদের জন্যে এক অনায়াস উত্তরণ, আর মেধাবীদের জন্যে রক্তপাতহীন হত্যাকাণ্ড। কায়ক্লেশহীন সাফল্য অমেধাবীদের মধ্যে সাময়িকভাবে এক ভিত্তিহীন ভরসার জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে তাদের পদে পদে প্রতারিত করে। অন্যদিকে মেধাবীরা হতাশ এবং নিরুৎসাহিত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়তে পারে

শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য অনেক। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তির নিট হার ৯৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ঝরে পড়ার হার কমেছে ২০.৯ শতাংশ। ২০১৭ শিক্ষা বছরে ৪.২০ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে সর্বমোট ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৫ কপি টেক্স্ট বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের ৫৫টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু পাঁচ হাজার চার শত ৩০টি প্রাইমারি স্কুলে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট মডেম এবং সাউন্ড সিস্টেমস সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে লৈঙ্গিক সমতা অর্জিত হয়েছে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমার তিন বছর আগেই। প্রত্যেক উপজেলায় প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের অধীনে ১০০টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঢাকার পূর্বাচলে প্রতিবন্ধী একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্যে ভূমি অধিগৃহীত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যে সম্প্রতি সংসদে প্রথমবারের মতো অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন পাস হয়েছে। সবমিলে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা সেক্টরে আক্ষরিক অর্থেই উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। কিন্তু উন্নয়নের এই স্রোতধারায় এক ফোটা গো-চনার মতো কটুগন্ধী হয়ে ওঠে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলো। আরো অসহায় লাগে—যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিকারহীনভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে যায় এবং এর সঙ্গে জড়িত কুশীলবদের কেশাগ্রটুকু পর্যন্ত স্পর্শহীন রয়ে যায়। আমরা জানি কর্পোরেট পুঁজির দুনিয়ায় দুর্নীতিকে চাইলেই সমূলে উৎপাটন সম্ভব নয়। তারপরও শিক্ষাঙ্গন বলে কথা। জনবহুল ব্যস্ত চৌরাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের দুর্নীতি মানুষ যতোটা সহজে গ্রহণ করবে শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি ততোটা সহজে গ্রহণ করতে চাইবে না। তাই যেকোনো প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মানুষকে এতোটা সংক্ষুব্ধ করে। তবে বিষয়টি যে একেবারে অপ্রতিকার্য, তাও নয়। সদিচ্ছা, সাহস আর কৌশল থাকলেই যে কোনো স্তরের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিহত করা যায়।

প্রশ্ন ফাঁস এদেশে কিংবা বিদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। ভারতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষাসমূহের সাথে অসদুপায় অবলম্বনের সম্পর্ক কমবেশি সবসময় লক্ষ্য করা যায়। তবে আগে অসদুপায় অবলম্বন যেখানে ব্যক্তিক প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, এখন তা নেই। এখন মানুষ যৌথভাবে এর আয়োজন করে। অর্থাৎ একেবারে প্রশ্নপত্রই ফাঁস করে ফেলে। পরীক্ষার হলে নকল করাকে যদি চুরির সাথে তুলনা করা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসকে তাহলে পুকুর চুরি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি পাবলিক পরীক্ষার জন্যে সবচাইতে বড়ো দুর্ঘটনা। এটি অমেধাবীদের জন্যে এক অনায়াস উত্তরণ, আর মেধাবীদের জন্যে রক্তপাতহীন হত্যাকাণ্ড। কায়ক্লেশহীন সাফল্য অমেধাবীদের মধ্যে সাময়িকভাবে এক ভিত্তিহীন ভরসার জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে তাদের পদে পদে প্রতারিত করে। অন্যদিকে মেধাবীরা হতাশ এবং নিরুৎসাহিত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়তে পারে। শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য যদি হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে মেধা প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো, তাহলে প্রশ্ন ফাঁস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত শিক্ষা প্রণালী সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কতোটুকু সহায়ক হবে? প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতীয় শিক্ষাজীবনের জন্যে আত্মহত্যার সামিল।

তাহলে কি করা দরকার? উত্তর একদম সোজা। যে কোনো মূল্যে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তা কি সহজসাধ্য? পরীক্ষার হলে নকল করা ছাত্র-ছাত্রী ধরা খুব একটা কঠিন নয়। সম্ভাব্যদের একটা শর্টলিস্ট করে অলক্ষ্যে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই ব্যস একেবারে হাতেনাতে ধরা যায় এমনকি পেশাদার নকলবিশারদদেরও। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরা অতো সহজ নয়। তারা নিঃসঙ্গ নকলকারীদের মতো নয়। তারা একটা নেটওয়ার্ক। একটা সিন্ডিকেট। একটা একাডেমিক মাফিয়াচক্র। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে তা বিতরণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে এই চক্রের সদস্যরা। প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, তা বাজারজাত করা, অর্থ সংগ্রহ করা, প্রশ্নফাঁস প্রক্রিয়াকে নিশ্ছিদ্র, নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন রাখা, সংশ্লিষ্টদের সুরক্ষা দেওয়া, এমনকি ধরা পড়লেও বাঁচানোর বন্দোবস্ত করা, এই সিন্ডিকেটের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই সিন্ডিকেট এমনই এক প্রভাব বলয়ের মধ্যে আবর্তিত যে, অপরাধীদের ধরলেও তার বিচার করা সহজ হয় না, আবার বিচার করা গেলেও তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বিচারহীনতার সংস্কৃতির দ্বারা বার বার উৎসাহিত হয়।

কিন্তু তারপরও কথা থাকে। চোরের দশ দিন হলেও গৃহস্থেরও এক দিন আসে। সিন্ডিকেট যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সেই দুষ্টু সিন্ডিকেট ভাঙারও শিষ্ট সিন্ডিকেট থাকে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের 'এফ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বিলম্বে হলেও ধরা পড়েছে, তদন্ত পূর্বক দোষীদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি যাতে আমাদের শিক্ষা পরিবারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারে, সেজন্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিচার ও শাস্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় হতে পারে। প্রশ্নফাঁসকারী অপরাধীচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার মতো শল্যতান্ত্রিক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে এ মুহূর্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার রাশ টানা যাবে না। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের একটা গুপ্ত যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। প্রশ্নপত্র নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের এক বা একাধিক অসাধু ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে এবং কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে চড়া দামে বিক্রি করে। তা ছাড়াও কোচিং সেন্টারগুলো নানাভাবে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে। তাই তাদের কার্যক্রম দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ফৌজদারি মামলার আওতায় আনা অতি আবশ্যক।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর অধিকতর প্রহরা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাবোর্ড এবং প্রিন্টিং প্রেসে শক্ত মনিটরিং কমিটি করা যেতে পারে। তা ছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং সংরক্ষণের কক্ষগুলো চব্বিশ ঘণ্টা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আনা আবশ্যক। অধিকন্তু, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ সংরক্ষণ এবং বিতরণের কাজে সৎ, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াকে ক্রটিমুক্ত করবার জন্যে প্রযুক্তি নির্ভরতা আরো বাড়াতে হবে। অনেকে 'জাস্ট-ইন-টাইম' পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশ্নব্যাংক তৈরি করে একটি নিরাপদ ডেটা সেন্টারে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রসমূহে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও প্রশ্নপত্রের নিরাপদ সরবরাহের জন্যে ইনফরমেশন টেকনোলজি সলিউশন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে।

অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি একটি নিরাপদ পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুততর, ক্রটিহীন ফলাফল প্রকাশ এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঝুঁকি এড়ানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষাসমূহ এই প্রক্রিয়ায় নেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। বিশেষজ্ঞ আইটি প্রফেশনালস কর্তৃক এই প্রক্রিয়া সুপার সিকিউর করে সম্পূর্ণ হ্যাকারমুক্ত রাখা যায়।

অনেকে আবার র‍্যানডম কম্পিউটারাইজড্ প্রশ্নপত্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ড বিশেষের জন্যে কিংবা একসঙ্গে সকল বোর্ডের জন্যে প্রতিটি সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস-এ কিংবা প্রশ্নব্যাংকে সংরক্ষিত রেখে ঠিক পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে এলোপাতাড়িভাবে যেকোনো একটি প্রশ্নপত্র নির্বাচন করে সরবরাহ করা হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসে ইমিউনিটি দেয়ার জন্য এই র‍্যানডম নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের অধিবাসী। ডিজিটাল সভ্যতার বাসিন্দা হিসেবে এখনো এনালগ পদ্ধতির দ্বারস্থ থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন-সরবরাহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ বজায় রেখে অসাধুদের উৎসাহিত করি, তাহলে আমাদের উন্নয়নের জোয়ার স্থায়িত্ব পাবে না। এমডিজি থেকে এসডিজিতে তাছাড়া যে ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মিণের জন্য বিকশিত হচ্ছে—তারা যদি বিভিন্ন পরীক্ষায় অসাধু পন্থার বেনিফিশিয়ারি হয় কিংবা ভিকটিম হয় তাহলে তাদের মনস্তত্ত্বে একটা মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে যা দূর করা সহজ হবে না এবং যার প্রভাব দেশ-সমাজ ও সভ্যতাও এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁস দূরীকরণে চাই সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়।

● লেখক : অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক